



178136 - মুসলমানগণ নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী পালন করবে না কেনে, যভোবে তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করে?

প্রশ্ন

মুসলমানরো যহেতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করে তাহলে নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী পালন করতে তাদরে অসুবিধা কথায়? তনি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরতি নবী নন? আমি একজন লোকেরে কাছ থেকে এমন কথা শুনছি। যদিও আমি জানি খ্রিস্টমাস পালন করা হারাম। কিন্তু আমি এ প্রশ্নেরে জবাব চাই। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ তাআলা বনি ঈসরাইলেরে কাছেরে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করছেন মরমে ঈমান আনা- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণেরে প্রতি ঈমান আনার অংশ। সকল রাসূলেরে প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমান শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “রাসূল তাঁর প্রতিপালকেরে পক্ষ হতে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়ছে তাতে ঈমান এনছেন এবং মুমনিগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফরেশেতাগণেরে উপর, তাঁর কতিবসমূহেরে উপর এবং রাসূলগণেরে উপর ঈমান এনছেন। (তারা বলে): আমরা রাসূলগণেরে মধ্যেরে তারতম্য করি না।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫]

ইবনে কাছরি (রহঃ)

“মুমনিগণ বশ্বাস করে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তনি সবার আশ্রয়স্থল, তনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নহে; আর কোন রব্ব নহে। মুমনিগণ সকল নবী-রাসূল ও নবী-রাসূলেরে উপর নাযলিকৃত আসমানী কতিবেরে উপর বশ্বাস স্থাপন করে। মুমনিগণ ঈমান আনার ক্ষতেরে নবী-রাসূলদেরে কারো মাঝে পার্থক্য করে না। অর্থাৎ কারো প্রতি ঈমান আনে; কারো প্রতি ঈমান আনে না- এমনটিকরে না। বরং তাঁরা সকলে তাদরে নকিট সত্যবাদী, নকেকার, সুপথপ্রদর্শক, হদোয়তেরে উপর অটল, কল্যাণেরে দশিারী।”[তাফসরি ইবনে কাছরি থেকে সমাপ্ত (১/৭৩৬)]

সাদী (রহঃ) বলেন:



“তাঁদরে একজনকে অস্বীকার করা মানতে তাঁদরে সকলকে অস্বীকার করা। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করার পর্যায়ভুক্ত।”[তফসরি সাদী (পৃষ্ঠা-১২০)]

দুই:

মলিাদুন্নবী বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করা বদিআত। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করনেনি এবং তাঁর পরবর্তীতে কোন সাহাবী সটো পালন করনেনি। এমনটি জানা যায়নি মুসলমি ইমামগণেরে কটে এটি পালন করাকে জায়যে বলছেন; থাকতো তাঁরা এগুলোতে অংশগ্রহণ করবনে। এটি পালন করা হারাম ও গরহতি বদিআত।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলনে:

“মলিাদুন্নবী উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা বদিআত, হারাম। যহেতে এর সপক্ষে আল্লাহর কতিব ও রাসুলেরে হাদসি কোন দললি নহে। সুপথপ্রাপ্ত খলফীগণেরে কটে অথবা উত্তম প্রজন্মেরে কটে এটি পালন করনেনি।”[সমাপ্ত, স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (২/২৪৪)]

আরও জানতে দেখুন [70317](#) ও [13810](#) নং প্রশ্নোত্তর।

সাধারণ মুসলমানগণ অথবা অজ্ঞ মুসলমানগণ মলিাদুন্নবী উপলক্ষে যা করে থাকনে সেগুলো অভনিব বিষয়; এগুলোকে প্রতহিত করা ও এতে বাধা দয়ো কর্তব্য। তাই মলিাদুন্নবী উদযাপনকে খ্রিস্টমাস উদযাপনেরে পক্ষে দললি হিসেবে গ্রহণ করা মূলতই বাতলি। যহেতে মলিাদুন্নবী পালন-ই জায়যে নয়। কারণ এটি নবপ্রচলতি বদিআত। বদিআতেরে উপর য়ে বিষয়কে কয়্যাস করা হয় সটোও বদিআত।

তনি:

খ্রিস্টানরো ‘খ্রিস্টমাস’ নামে যা পালন করে থাকে সটেও শরিকি বদিআত। মুসলমানদেরে এমন কোন অনুষ্ঠানেরে সদৃশ কিছু করা নাজায়যে। ঙ্গসা (আঃ) এ ধরণেরে কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মুসলমানদেরে জন্ম –এটি বদিআত হওয়ার চয়ে মারাত্মক হল- এটি কাফরেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার নামান্তর; যহেতে এটি খ্রিস্টানদেরে ধর্মীয় উৎসব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরে দলভুক্ত।” [সুনানে আবু দাউদ (৩৫১২), আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদসিটিকে সহিহ বলছেন এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাদসিটির সনদকে “জায়যদি” হুকুম দিয়ে বলনে: “এ হাদসিটির ন্যূনতম দাবী হচ্ছ- তাদেরে সাথে (বধির্মীদের সাথে) সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। যদও হাদসিরে বাহ্যিকি ভাষা সাদৃশ্যগ্রহণকারীর কাফরে হয়ে যাওয়ার দাবী রাখে। যমেনটি আল্লাহর বাণীর মধ্যে এসছে “তোমাদের মধ্যে যেতোদেরে সাথে বন্ধুত্ব করবে, সেতোদেরেই অন্তর্ভুক্ত।”[ইকতিদাউস সন্নাতলি মুস্তাকীম, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩]



সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম আরও বলেন:

আপনার কাছে এটা পরষিকার হয়েছে যবে, আল্লাহর দবীন ও তাঁর শরয়িত বলীন হয়ে যাওয়া এবং কুফর ও পাপাচার বসিতার লাভ করার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছ- কাফরেদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ। অপরদিকে সকল কল্যাণেরে মূল হচ্ছ- নবীদরে সুন্নত (আদর্শ) ও তাঁদেরে দয়ো অনুশাসনগুলো মনে চলা। তাই ইসলামে বদিআতেরে বযিয়টি অত্বনত গুরুর; যদি এর মধ্য কাফরেদের সাথে সাদৃশ্য না থাকে তবুও। আর যদি এ দুটি বযিয় একত্রতি হয় তাহলে সটো কত বশে ভয়াবহ?!

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

কাফরেদেরে খ্রিস্টমাস বা অন্য কোন উৎসব পালন করা সর্বসম্মতক্রিম হারাম। যহেতে এ মধ্য দয়ি তাদেরে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়; যদিও ব্যক্তি নিজেরে জন্য এ ধরণেরে কুফরেরে প্রতি সন্তুষ্টি না থাকুক। কিন্তু কোন মুসলমানেরে জন্য কুফরানুশাসনেরে প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা এ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বনিমিয় করা হারাম। অনুরূপভাবে এ উপলক্ষে কাফরেদেরে মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিমিয় করা, মষ্টি বিতিরণ করা, খাবার বিতিরণ করা বা কাজ থেকে ছুটিকাতানো ইত্যাদি মুসলমানেরে জন্য হারাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমেরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরে দলভুক্ত।” [সহি আবু দাউদ, শাইখ উছাইমীনেরে ফতোয়া ও পুস্তকি সংকলন থেকে সংক্ষেপেতি (৩/৪৫-৪৬)]

কাফরেদেরে উৎসবে যোগদান করার হুকুম জানার জন্য 1130 নং ও 145950 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। সারকথা হচ্ছ- খ্রিস্টবছরেরে শুরুতে উৎসব পালনেরে মধ্যে মুসলমানদেরে জন্য একাধিক ক্বতরি দকি রয়েছে:

১- যসেব কাফরে-মুশরকি শরিক ও কুফরেরে অনুপ্রেরণা নয়ি এ উৎসবগুলো উদযাপন করে এতে তাদেরে সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। তারা আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর শরয়িত হিসেবে এগুলো পালন করে না। কারণ আমাদরে ও তাদেরে সর্বসম্মতক্রিম ঈসা (আঃ) এসব পালনেরে বধান জারী করনেন। বরং এগুলো শরিক ও বদিআত মশ্রতি। এ অনুষ্ঠানগুলোতে নানা রকম পাপাচার তে থাকে-ই যটো সবার জানা। সুতরাং আমরা কভিবে এসব ক্বতরে তাদেরে সাথে সাদৃশ্য নতি পারি।

২- মলিদুননবী উদযাপন-ই নাজায়যে। আগহে উল্লেখ করা হয়েছে এটি নবপ্রচলতি বদিআত। সুতরাং এর উপরে অন্য কছিকে কয়িস করা চলবে না। কারণ কয়িসরে মূল দললি যদি ঠিকি না হয়; কয়িসও ঠিকি হবে না।

৩- খ্রিস্টমাস পালন যবে কোন অবস্থায় মুনকার, গ্রহতি কাজ। এটিকে জায়যে বলার কোন সুযোগ নহে। কারণ এটি মূলতঃ বাতলি। যহেতে এতে রয়েছে- কুফর, ফসিক ও অবাধ্যতা। এ ধরণেরে কর্মকে অন্য কছির সাথে কয়িস করার কোন সুযোগ নহে। কোন অবস্থাতে এটিকে জায়যে বলার কোনপ্রকার সুযোগ নহে।



৪- যদি আমরা এ বাতলি কয়িসকো শুদ্ধ বলি তখন আমাদের উপর অনবির্যতা আসবে: আমরা প্রত্যকে নবীর মলিাদ (জন্মদবিস) পালন করনা কেনে? তাঁরা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরতি নন?! অথচ এমন কথা কউে বলবে না।

৫- কোন নবীর জন্মদনি সুনর্দিদষ্টিভাবে জানা অসম্ভব। এমনকি আমাদের নবীর ক্ষত্রেও। কারণ তাঁর জন্মদনি অকাট্যভাবে জানা যায় না। এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদগণে প্রায় ৯টি বা তারও বেশি অভিমত রয়েছে। তাই তাঁর জন্মদনি পালন ঐতিহাসিকভাবে ও শরয়তিবে বাতলি। এবং মলিাদ পালনের বিষয়টি সটে আমাদের নবীর জন্মদনি হোক অথবা ঈসা (আঃ) এর জন্মদনি হোক মূল থেকেই বাতলি। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামে জন্মরাত পালন ঐতিহাসিকভাবে অথবা শরয়তিবে সঠিক নয়। সমাপ্ত। [ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (১৯/৪৫)]

আল্লাহই ভাল জানেন।